মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২০০৭

পর্ব-৭: সওম (রোযা) (كتاب الصوم)

পরিচ্ছেদঃ ৩. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সওম পবিত্র করা

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُس. وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي الْبُخَارِيّ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا

বাংলা

২০০৭-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তির সায়িম অবস্থায় (অনিচ্ছায়) বমি হবে তার সওম কাযা করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি গলার ভিতর আঙ্গুল বা অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে ইচ্ছাকৃত বমি করবে তাকে কাযা আদায় করতে হবে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। কারণ ’ঈসা ইবনু ইউনুস ছাড়া এ হাদীসটি আর কারো বর্ণনায় রয়েছে তা আমরা জানি না। ইমাম বুখারীও এ হাদীসটিকে মাহফূয [সংরক্ষিত] মনে করেন না, অর্থাৎ- হাদীসটি মুনকার।)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৩৮০, তিরমিযী ৭২০, ইবনু মাজাহ ১৬৭৬, আহমাদ ১০৪৬৩, দারাকুত্বনী ২২৭৬, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৫৫৭, ইবনু হিব্বান ৩৫১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০২৭, ইরওয়া ৯৩০, সহীহ আল জামি‘ ৬২৪৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) “যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে সে যেন সিয়াম কাযা করে।”

হাদীসের শিক্ষাঃ অনিচ্ছাকৃত বমি দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তার সিয়াম ভঙ্গ

হয়ে যায়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উক্ত সিয়াম কাযা করতে বলেছেন। ইমাম শাফি'ঈ আহমাদ, মালিক ও ইসহাকসহ জমহূর 'আলিমদের অভিমত এটাই। একদল 'আলিমদের মতে বমি যেভাবেই হোক তা সিয়াম ভঙ্গ করে, তাদের দলীল আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত পরবর্তী হাদীস।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56567

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন